উচিত কথা

ভজন সরকার

(১)

এবার কানাডা থেকে বেরুনের আগেই পণ করেছিলাম -যত দিন বাইরে আছি , খবরের কাগজ দেখবো না । বিশেষত বাংলাদেশের খবর থেকে অন্ততঃ দূরে থাকবো কিছু দিন । কেন ? কারণ , আর কিছুই নয় । অপবাদ থেকে রেহাই । বৌয়ের ঘ্যান ঘ্যানানি আর ভাল্লাগে না । প্রতিদিন কাজ থেকে এসেই -হুমড়ি খেয়ে বাংলাদেশের সংবাদ পড়ি । বৌ বলে পড়ি নাতো -গিলি । অন্ততঃ সেই গিলার অপবাদ থেকে রেহাই পেতেই এই ধনুক ভাংগা পণ । না, রেখেছিলাম কথা । পাঁচ সপ্তাহের ছুটিতে একদিনও বসি নি ইন্টারনেটে । সুযোগ যে ছিলো না -তা নয় । কারণ, ভারতের যে অঞ্চলে বেড়ালাম -পশ্চিম বংগের কোলকাতা, উত্তরবংগের রায়গঞ্জ ,শিলিগুড়ি , আর ভারতের বানিজ্যিক রাজধানী মোম্বাই । ইন্টারনেট ঘর থেকে দুই পা বাড়ালেই পাওয়া যেতো । কিন্তু, ওই যে প্রতিজ্ঞায় অটল -ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির !

যা হোক, ফিরে এসেই আবার সেই ক্যাবলামুখী । আবার সেই কম্পিউটার নিয়ে টানাটানি । মাসাধিক কালের ঘাটতি কয়েকদিনে পুষিয়ে নিতে যা করা দরকার । আগে অফিস থেকে এসে বসতাম ,এখন অফিসে যাওয়ার আগেও বসি । সেই পাগলের উন্নতি ! আগে কাগজ ছিঁড়তো - ডাক্তার দেখানোর পর এখন কাপড়ও ছিঁড়ে ।

পাঁচ সপ্তাহ পেছনে তাকালে কি বেশি দূরে তাকানো হয় ? সেই থোড় বড়ি খাড়া- খাড়া বড়ি থোড় । সেই পুরোনো কাসুন্দি ! দূর্নীতি দমনের নামে সেই পুরানো খেলা । মইন-মঈনূল-মতিন-মশহুদের সেই মশকড়ার মহড়া । সাথে আরো এক 'ম'-এর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালার সেই লজ্জাজনক দৃশ্য । আমাদের '' মতি '' ভাই । পুরানো পলটনের একতা অফিসে একদা কাঠের পাটাতনে বসে থাকা সম্পাদক কমরেড মতিউর রহমান । আদর্শ আর সংগ্রামের সাহসী সাথি মতিউর রহমান । পার্টির জন্য নিবেদিত দম্পতি মতিউর-মালেকা যুগলের সেই মতিউর রহমান । প্রথম আলো পত্রিকার ডাকসাইটে কোটিপতি সম্পাদক আজকের মতিউর রহমান । আমাদের চির চেনা সেই মতি ভাইয়ের হাত জোড় করে ক্ষমার চাওয়ার দৃশ্যটি ছাড়া আর তেমন কিছু মিস করি নি এই পাঁচ সপ্তাহে । বেচারা ঈমাম ওবায়দুল ! মরেও সার্থক । অন্ততঃ নষ্ট হয়ে যাওয়া এক কমিউনিস্টের এই অধঃপতনের ঐতিহাসিক মহাপতন মঞ্চায়ন করিয়ে গেলেন । কে জানে, সারা জীবনের মিথ্যাচারের পাপ স্খলন হয়ে এই একটি পুন্যের জন্যেই বেহেশতবাসী হবেন কিনা? ঈমাম ওবায়দুল বেহেশতে না গেলেও, সেই নাটকের মহড়াকারী ব্যারিস্টার মঈনূল হোসেন যে ইহলোক-পরলোকের আখের গুছিয়ে এনেছেন -এটা হলফ করে বলা যায় । তা না হলে ,মতি- ওবায়দুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওই ইবলিশ -মার্কা হাসি আসে ?

এ প্রসংগে একটি কাহিনী মনে পড়ছে । বাংলাদেশে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হয় ইসলামিকরণ ! রাস্তা -ঘাট, গ্রাম -গঞ্জ,শহর -বন্দর যেখানেই নামকরণে একটু হিন্দুয়ানির ছোঁয়া । আস্তে আস্তে ঘটতে শুরু করলো তার ধর্মান্তকরণ । জয়দেবপুর হয়ে গেলো গাজিপুর, কালিগঞ্জ হয়ে গেলো আলিগঞ্জ, রামপুর হলো মোহাম্মদপুর । আমাদের বাড়ি সংলগ্ন যে বাজার প্রহ্লাদপুর -যার পেছনে হয়তো ছিলো হাজারোটি ইতিহাস কিংবা জনৈক প্রহ্লাদ নাম্নি কোন মানুষের রক্ত -জল করা পরিশ্রম । একদিন সকালে দেখা গেলো সেটার নামকরণ করা হয়েছে হযরতপুর । মনে পড়ে , তখন আওয়ামী লীগ নেতা শুধাংশু শেখর হালদার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন ,'' মাননীয় স্পিকার, সব রামই যখন মোহাম্মদ হয়ে যাচ্ছে,তখন রামছাগল আর বাকি রেখে লাভ কি ? আসুন, এই সংসদের মাধ্যমেই রামছাগলের নাম পরিবর্তন করে মোহাম্মদছাগল রাখি । '' শুধাংশু শেখর হালদারের এই আবেগময় কৌতুকপ্রিয়তা তখন ও মানুষের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় নি ।
আর বেচারা কার্টুনিস্ট আরিফ ! নাম নিয়ে রসিকতা করতে গিয়ে বলির পাঁঠা হয়ে জেলখানায় কাঁঠাল পাতা চিবুনো ছাড়া আর কী বাকী রইলো আজ ?

।। অক্টোবর ২৪,২০০৭ ।।